মোঙ্গোলিয়ার কবিতা নিয়ে দুয়েক কথা

মোঙ্গোলিয়ার ওপর আমার ছোট্ট হাতক্যামেরায় ছবি বানাবার সময় আদিগন্ত স্তেপভূমির মাথায় টকটকে নীল আকাশ দেখেছিলাম। সেই স্তেপভূমি আর নীল আকাশের সঙ্গে জড়ানো মোঙ্গোলিয়ার মানুষের অচেনা জীবন আমার মনে গভীর একটা ছাপ ফেলেছিল। ছবি তুলছিলাম কবি সম্মেলনের ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে।

২০০৬ সালে বিশ্ব কবি সম্মেলনের আমন্ত্রণে সেই আমার প্রথম মোঙ্গোলিয়া যাত্রা। এই মোঙ্গল-সূত্রটি এইরকম: এর বছর চারেক আগে কালিফোর্নিয়ার ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড কালচার-এর প্রেসিডেন্ট রোজমেরি সি. উইলকিনসনের চিঠিতে জেনে আঁতকে উঠি যে সে বছর রোমানিয়ায় বিশ্ব কবি সম্মেলনে আমাকে ও মোঙ্গোলিয়ার সমকালীন মহাকবি গোম্বোজভ মেন্দ-উওকে সাম্মানিক ডি-লিট দেওয়া হবে। নানা ভাবে না-না জানিয়েও ছাড় পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ওই অপরিচিত উপাধি আমি সাজাপ্রাপ্তের মতো নীরবে গ্রহণ করি। মোঙ্গোলিয়ার কবি মেন্দ-উও মঞ্চে উঠলেন তাঁদের জাতীয় সাজসজ্জায় সেজে, দীপ্ত ভঙ্গিতে। রোমানিয়ায় তাঁর দেশের দূতাবাসের উচ্চপদস্থ অফিসার পরিবৃত হয়ে। তাঁকে ঘিরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।

মেন্দ-উয়োওর সাজসজ্জায় যতটা চমৎকৃত হয়েছিলাম, তাঁর উপহার দেওয়া কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি। তাঁর দেশের বিপুল স্তেপভূমি, প্রবল তুষারপাত, তাঁর শৈশবের যাযাবরী জীবন আর তার গভীর ভাব-ভাবনা ও আকাশছোঁয়া কল্পনা ইংরেজি অনুবাদেও আমাকে স্পর্শ করেছিল।

পাল্টা উপহার হিসেবে তাঁকে দিয়েছিলাম লীলা রায় কৃত আমার 'শাদা

ঘোড়া'র ইংরেজি অনুবাদ।

দেশে ফিরে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা অফিসে ঢুকে কবি সম্মেলনের অনেক কবির কবিতার মতো মেন্দ-উওর কবিতাও নানা কাজের ব্যস্ততায় চাপা পড়ে যায়।

সেবার মোঙ্গোলিয়া যাওয়া ছিল আমার পক্ষে খুবই কঠিন। ভারত থেকে চিন-তিব্বত পেরিয়ে সুদূর মোঙ্গোলিয়া যাত্রা! সে কি সম্ভব, সে সময় কি আমার আছে!

আমার অক্ষমতা জানিয়ে পাঠানো ই-মেলের উত্তর এল— আমাকে নাকি আসতেই হবে। কেননা, কবি-সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নতুন সাতটি মোঙ্গোলীয় বইয়ের সঙ্গে একমাত্র অমোঙ্গোলীয় বই 'শাদা ঘোড়া'র মোঙ্গোলীয় সংস্করণেরও মোড়ক উন্মোচন করে বইটি প্রকাশিত হবে। মোড়ক খুলে মোঙ্গোলিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড কালচারের সভাপতি গোম্বোজভ মেন্দ-উও যাঁর হাতে তুলে দেবেন তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি নাম্বারিন এঙ্খবায়ার।

মোঙ্গোলীয় ভাষায় 'শাদা ঘোড়া' হাতে নিয়ে নিজের ভাষায় দু'চার কথা বলে রাষ্ট্রপতি মশাই মঞ্চে বসেই বইটি পড়তে শুরু করে দিলেন।

সেবার সবচেয়ে বড় লাভ হল, মোঙ্গোলিয়ার অনেক কবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। নানা বয়েসের কবিরা গভীর আগ্রহে আমাকে তাঁদের বই উপহার দিলেন। রাজধানী উলানবাতারে ছাড়াও কবিতা পাঠ ও আলোচনার আয়োজন ছিল দেশের দূর দূর প্রান্তে। কবি-সম্মেলনে নানা দেশের কবিদের মধ্যে আমি বেশি সময় কাটাতাম মোঙ্গোলিয়ার কবিদের সঙ্গে। এ যেন কবিতায় মাতোয়ারা একটা জাতি! একজন তরুণ কবি আমার সামনে এসে নিজের বুকে ঘুঁষি মেরে বলেছিলেন, 'আমি চেঙ্গিস খানের বংশধর!'

ফিরে আসার আগের দিন উলানবাতারে গোম্বাজিন মেন্দ-উও তাঁর নিজের কয়েকটি বই ও তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'গ্নু'র সঙ্গে আমাকে উপহার দিলেন মোঙ্গোলিয়ার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি সংকলন, 'Ancient Splendor'। ওই বইয়ে মেন্দ-উওর ভূমিকা-নিবন্ধ থেকে জানা যায়, মোঙ্গোলীয় কবিতার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। কয়েক শতাব্দী ধরে মোঙ্গোলিয়ায়

কবিতা ছিল শ্রুতিকাব্য, মুখে বলা কবিতা। 'বাম এর্দেনে' (Bum erdene) নামে ৫০০০ পংক্তির একটি মহাকাব্য একদা প্রাচীনকালে এক মহাকাব্যগায়ক গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিতা গেয়ে শোনাবার এই ঐতিহ্যই এইসব গীত-কবিতাকে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়া অবধি বয়ে এনেছে। 'জ্ঞানী নাগা রাজা যিনি দেড়শ বছর বেঁচেছিলেন' নামে মহাকাব্যটি ১৪০০০ পংক্তির, পুরোটাই পদ্যে। পুরো কবিতাটা ৎসগ্‌ৎ তাইজি (Tsogt Taiji) স্মৃতি থেকে শুনিয়েছেন, তাঁর সফরসঙ্গী শুনে শুনে তা পাথরে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাঠে পাথরে ছাড়াও কবিতানুরাগী মোঙ্গলরা তাঁদের গান ও কবিতা অমর করে রাখতে সোনা রুপোও কাজে লাগাতেন। ১১১ পৃষ্ঠার পবিত্র সূত্র 'সানদুইন জুদ' (Sunduin jud)-এর প্রত্যেক পৃষ্ঠাই পাতলা রুপোর পাত, তাতে খোদাই করা অক্ষরগুলো সবই সোনার। টাইটেল পৃষ্ঠাটি প্রবাল ও মুক্তোয় গাঁথা ভগবান বুদ্ধের নানা মূর্তি। পুরো গ্রন্থটি মোট ৫৪ কিলোগ্রাম সোনা ও ৪৬০ কিলোগ্রাম রুপোর তৈরি।

মোঙ্গোলিয়ায় কবিতার বিস্তার ও বৈচিত্র বিপুল। রাজকীয় নির্দেশ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মত বা বিশ্বাস, সত্যের সাক্ষ্য, রাজারাজড়ার অনুশোচনা আর কবিদের মনের যত কথা, যত ব্যথা, ভাবনা-কল্পনার যত উড়াল, সব নিয়েই এই স্তেপভূমির কবিতার বিরাট পরিধি। কখনও কখনও এতই মৌলিক ও অচেনা যে আমরা চমকে উঠি।

মোঙ্গোলিয়ায় মানুষের মনে চেঙ্গিস খানকে ঘিরে উন্মাদনা ও তাদের অশ্বপ্রীতি নিয়ে বলি।

৬ দিনের কবিসম্মেলনে একদিন ছিল চেঙ্গিসখান কবিতা উৎসব। তাতে কবিতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বিজয়ীর পুরস্কার কী ছিল জানেন? একটা জলজ্যান্ত ঘোড়া। মঞ্চে বিজয়ী কবিকে দেওয়া হল সেই মোঙ্গোলীয় ঘোড়া।

এই বইয়ের অনেক কবিতাই বেছেছি মেন্দ-উয়োর দেওয়া Ancient Splendor থেকে। সবই আগের যুগের। এবছরই জুলাইয়ে উলানবাতার থেকে আনা একুশ শতকের অনেক কবিদের কবিতা থেকেও বেশ কিছু

কবিতা নির্বাচন করেছি। একেবারে এই সময়ের এইসব কবিতাও আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মোঙ্গোলিয়ার কবিতায় দেশটার ভূগোলপ্রকৃতি ও আদি যাযাবরী জীবনের উঁকিঝুঁকি একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। মোঙ্গোলিয়ার প্রধান কবিদের অন্যতম, আমার বন্ধু মেন্দ-উওর 'কবি ও কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ' Mantra of Love-এ অতি শৈশবেই তাঁর ভবিষ্যৎ কবিতার ছন্দসূত্র পাওয়ার স্মৃতিরও উল্লেখ আছে। এই যেমন,

''মোঙ্গোলিয়ার যাযাবর বংশে আমার জন্ম। মরুভূমিতে ভোর হওয়ার সঙ্গেই শুরু হত আমাদের চলা। উটে টানা গাড়ি ভরতি জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ঝুড়িতে বসানো হত আমাকে। সমান তালে উটের পরিশ্রমী পদক্ষেপের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে আমি সকালের সূর্যকিরণকে অভ্যর্থনা জানাতাম। ওই সময়টায়ই হয়তো আমার ভবিষ্যতের কবিতার ছন্দ আমি অনুভব করেছিলাম।

''বাবা আমাকে কোলে বসিয়ে তাঁর মরিন-খুর নামে তারের বাদ্যযন্ত্রে যখন অতীতের দারিঙ্গা মোঙ্গোলদের দীর্ঘ মধুর গীত 'যাখন শর্গ' বাজাতেন আর সেই গান উচ্চাবচ সুরঝংকার তুলত, তখন কাছের পাহাড়গুলো গর্বিত হত, জল আরও স্বচ্ছ, পাখিদের গান আরও সুরেলা। এভাবেই আমার ছোট্ট শরীর বাদ্যযন্ত্র হয়ে উঠল, আমার বাবা তাতে হিন্দোল তুলতেন। স্তেপভূমির পবিত্র স্থানে মরিন-খুরের সঙ্গে সুর বাঁধা হয়ে গেল আমার কবিতার।

''যাযাবর শিশুরা দূরের কোনও কিছু নজর করে দেখতে ভালোবাসে। দূর দিগন্তে কাঁপা কাঁপা নীল মরীচিকায় কোনও যাযাবর পরিবারকে যেতে দেখলে সে তার মাকে তা বলবে। যাযাবরদের দেখলেই মা আর আমি এক পট চা, জমাট বাঁধা এক প্লেট ক্রিম আর শুকনো দই দিয়ে প্রীতিসম্ভাষণ করতাম। আমার শৈশবে দেখেছি, দীর্ঘ যাত্রায় তৃষ্ণার্ত যাযাবররা এর তারিফ করত। এইসব মানুষ পরস্পরের দিকে হাত বাড়ানোয় ভরসা রাখে।

''আমার মনে হয়, এটা আমার ভবিষ্যতের কবিতার অন্তরাত্মায় মিশে গেছে।''

মেন্দ-উওর শৈশবস্মৃতির এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম আমার এই আবছা ধারণার সমর্থন হিসেবে যে, মোঙ্গোলিয়ার ভূগোলপ্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বেড়ে ওঠা স্তেপভূমির জীবনযাত্রা সে-দেশের অনেক কবির কবিতায়ই কমবেশি ছায়া ফেলে।

মোঙ্গোলিয়ার কবিতা প্রথম অনুবাদ করতে শুরু করি বোধহয় ২০১২ সালে, 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার প্রয়োজনে। অধিকাংশই মধ্যযুগের কবিতা।

২০১৭য় দ্বিতীয়বার মোঙ্গোলিয়ায় বিশ্ব কবিসম্মেলন ও বিশ্ব কবিতা দিবসের বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ গ্রহণ ছিল উপলক্ষ্য, আসল উদ্দেশ্য ছিল আমার গোবি অভিযান। মরুভূমির হাজার কিলোমিটার গভীরে গিয়ে ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত খোঙ্গোরিন বালিয়াড়ি নিয়ে ছবি তৈরি করা। বাঁ-হাঁটুতে মারাত্মক চোট পেয়ে সেই উচ্চাশা মরুপথেই হারিয়ে দেশে ফিরলাম মোঙ্গোলীয় কবিতা সম্পর্কে আরও ব্যাপক পরিচয় লাভ করে।

তারপর থেকেই সারাদিনের কাজের পর আমার মধ্যরাতগুলির দখল নিয়েছে মোঙ্গোলিয়া। মধ্যযুগের কবিদের পর এবার এই সময়ের কবিতাও আমার মনে আলোড়ন তুলল। আহা, কী সব কবিতা!

''আমার হৃদয়ের বর্ষপঞ্জি মেলে দিলাম
তোমার সঙ্গে দেখা হবার সময়টা আতসকাচের নীচে ফেলে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে
মনের সামান্য দ্বিধা নজরে এলো
অচেনা বৃষ্টি পড়ছে
বছরের ভুলগুলো প্রকাশ করে দিতে
নীচে গাছের পাতার শিরায় ফোঁটাগুলো পড়েই লাফিয়ে উঠছে।
কিংবা

''মেঘের দলা থেকে বৃষ্টি পড়ছে যেন ঘোড়ার চোখে জল,
মন্দিরের ছাদ থেকে ফোঁটাগুলো ঝরছে মানুষের অশ্রুর মতো।''

মোঙ্গোলিয়ার মন্দিরগুলোর ছাদের কোণ চিনের নিষিদ্ধ নগরীর মন্দির বা অন্যান্য দেশের বৌদ্ধমন্দিরের ছাদের মতোই উলটোনো ঢালু ও ছুঁচলো। স্বচক্ষে দেখা থাকলে ছাদ থেকে টপটপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়া আর মানুষের চোখের জল পড়া একাকার হয়ে যায়।

মোঙ্গোলিয়ার শক্তিশালী কবিদের অন্যতম গুলিরানসা (১৮২০-১৮৫১) ও ইঞ্জিনাশি (১৮৩৭-১৮৯২) সে-দেশের এক প্রসিদ্ধ পরিবার ভ্যাংচিংবাল-এরই দুই সদস্য। গুলিরানসা মাত্র ৩১ বছরের আয়ু নিয়েই মোঙ্গোলিয়ার কবিতায় নিজস্ব চিহ্ন রেখে গেছেন।

গুলিরানসার প্রায় পৌনে দুশো বছর পরে ১৯৮৮তে জন্মে Qyuntseg TSEND-AYUSH কিংবা ১৯৬২তে জন্ম BYAMBJAV Gombojav-এর মতো কবিরা শক্তিশালী মোঙ্গোলীয় কবিতার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে চলেছেন।

আদিগন্ত স্তেপভূমির দেশ মোঙ্গোলিয়ার মতোই সে-দেশের কবিতাও আমি ভালোবাসি। আমার দু'দফা মোঙ্গোলিয়া বাসের দিনগুলিতে কয়েকজন মোঙ্গোলীয় কবির মধ্যস্থতায় ইংরেজি-মোঙ্গোলীয় দ্বিভাষিক বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ 'Ancient Splendor' থেকে অধিকাংশ অনুবাদ করেছি। সে-দেশের বৃহত্তম ভ্রমণসংস্থার ইংরেজি ভাষায় দক্ষ মোঙ্গোলীয় ম্যানেজারের সাহায্যে কোনও কোনও মোঙ্গোলীয় শব্দের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছি। 'Ancient Splendor'-এর কবিতাগুলির সঙ্গে মোঙ্গোলীয় শিল্পী জুমপেরেল-সারুলবুইয়ান-এর আঁকা ছবিও এ-বইয়ে রইল। একালের কবিদের বেলায়ও মোঙ্গোলীয় ভাষা থেকে করা ইংরেজি অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

উলানবাতার থেকে আনানো সাম্প্রতিক কবিতাগুলি থেকে আমি বেছে নিয়েছি উনিশটি কবিতা। সবই একুশ-বিশ শতকের কবিদের কবিতা। সমস্যা হল, এগুলির অলংকরণ নিয়ে। মোঙ্গোলিয়ায় দিনের পর দিন ফোনে ই-মেলে যোগাযোগ করে শেষ পর্যন্ত 'Ancient Splendor'-এর শিল্পী

জুমপেরেলকে দিয়েই একালের উনিশটি কবিতার ছবিও আঁকানো গেল। এত দূর থেকে এত দিনের ব্যবধানে একই শিল্পীকে দিয়ে সম্পূর্ণ বইটির বাকি সব কবিতার ছবি আঁকানোর কাজটি সহজ ছিল না।

যত কবি তত কবিতাশৈলী। যত ভাষা, ততই ভাষার পৃথক রহস্য ও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা। তাছাড়া সব দেশের কবিতার ভাবের মধ্যে ধরা থাকে জাতির স্মৃতি ও স্বপ্নের ইতিহাস, সংস্কার ও সংকল্পের সাক্ষ্য, সুখ-দুঃখের বারোমাস্যা। কবিতার ভাষার মধ্যে জড়িয়ে থাকে শব্দের স্নায়ু ও শিরা। জেগে থাকে যুগযুগ বাহিত একটা জাতির নাড়ির স্পন্দন। কবিতাও তাই দেশকালের চালচিত্রে জড়ানো কবির কণ্ঠস্বর।

মোঙ্গোলিয়া আমি যতই দেখি, যতই ঘুরি, যতই মিশি সেখানকার প্রাচীন মানুষের বংশধরদের সঙ্গে, যতই কবিসঙ্গ করি ও কবিতায় ডুবি কিংবা ভাসি, দেশের ভূগোলপ্রকৃতি ও মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে প্রত্যেক কবিতার মূল ভাষার সব শেকড় ও শাখা-প্রশাখা বাংলা ভাষায় সর্বত্র হুবহু তুলে আনতে পেরেছি কি? হয়তো কোথাও পেরেছি, কোথাও হয়তো পারিনি। তবে ইংরেজি অনুবাদে ও মোঙ্গোলীয় কবিদের কথায় ও কথকতায় কবিতাগুলি সাধ্যমতো বাংলা রূপান্তরের চেষ্টা করেছি, যাতে এক রুক্ষ স্তেপভূমির নিষ্ঠুর ঋতুরঙ্গে বাঁধা আবহমান মানবজীবনের ভাবালেখ্য আমাদের নদনদী গ্রীষ্ম-বর্ষার এই কোমল বাংলায়ও খানিকটা অন্তত ধরা দেয়।

কবিতার সঙ্গে ছোট ছোট রেখচিত্রগুলি ছাড়াও কবিতার শেষে সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি পাওয়া গেছে মোঙ্গোলিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড কালচার-এর সৌজন্যে। এই দুইই ব্যবহারে সানন্দ সম্মতি জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন গোম্বোজভ মেন্দ-উও।

৬/১০/২০২১